জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভৌতিক রেজাল্ট: কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার

গবেষক:

অর্পিতা রায়[১]*,ফাউজিয়া ফারিহা[১], মোছা:রাফিকা আক্তার[১]

তত্ত্বাবধায়ক:

ড. ওয়াসীম মোঃ মেজবাহুল হক[২]

[১] সন্মান, পরিসংখ্যান, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
[২] অধ্যাপক, অর্থনীতি, রাজশাহী কলেজ

*যোগাযোগ:
০১৯৯৩০১০৩৩৬
royarpitastat13@gmail.com

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষার্থীদের ভৌতিক রেজাল্ট সমস্যার প্রাদুর্ভাব, কারণ এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজশাহী কলেজের পাঁচটি অনুষদের ১০৬ জন শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ করে Deep seek AI ব্যবহার করে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান ও ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ পরিচালনা করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলাফল প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ত্রুটি একটি বহুল আলোচিত কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে কম অনুসন্ধানকৃত বিষয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ফলাফল ত্রুটির প্রাদুর্ভাব, কারণ, প্রভাব এবং সম্ভাব্য সমাধান অনুসন্ধান করা। একটি বর্ণনামূলক গবেষণা ডিজাইনে পরিচালিত এই গবেষণায় ১০৬ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে একটি গঠনমূলক অনলাইন প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই গবেষণা একটি উদ্বেগজনক ফলাফল প্রকাশ করে। প্রায় ৮০% শিক্ষার্থী তাদের একাডেমিক জীবনে অপ্রত্যাশিত বা ভুল ফলাফলের সম্মুখীন হয়েছেন। ত্রুটির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে শিক্ষকের অবহেলা (৫১%) ও প্রশাসনিক অসংগঠন (৪২%)। সর্বাধিক প্রভাব ছিল মানসিক চাপ (৬৮%) ও সময়ের অপচয় (৩১%)। অর্ধেকের বেশি (৫২%) শিক্ষার্থী কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার মাধ্যমে প্রতিকার ব্যবস্থার প্রতি তাদের গভীর অবিশ্বাস প্রকাশ করেছে। সমাধানের ক্ষেত্রে, ৪৬% শিক্ষার্থী তাদের পছন্দের সমাধান হিসেবে "পরীক্ষা ও খাতা মূল্যায়ন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা" কে শনাক্ত করেছেন। গবেষণাটি উপসংহারে পৌঁছেছে যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল ব্যবস্থা একটি গভীর পদ্ধতিগত সংকটে নিপতিত, যার কেন্দ্রে রয়েছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার মারাত্মক ঘাটতি। শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন এবং একটি ন্যায়সংগত শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে ফলাফল প্রণয়ন ও প্রতিকার ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক ও কার্যকর সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

মূল শব্দঃ ভৌতিক রেজাল্ট, ফলাফল ত্রুটি, শিক্ষার্থীর মানসিক প্রভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, পুনঃনিরীক্ষা ব্যবস্থা।

ভূমিকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University, Bangladesh) বাংলাদেশের বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার অধীনে অসংখ্য কলেজের লক্ষাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করে। প্রতি বছর এই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তত্ত্ব ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, যা তাদের শিক্ষাগত মূল্যায়ন ও পেশাগত ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে "ভৌতিক রেজাল্ট" বা ভুল ফলাফলের অভিযোগ ক্রমেই বাড়ছে। যেমন, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পরও রেজাল্টে Absent দেখানো, প্রকৃতপক্ষে ভালো ফল করলেও F গ্রেড দেখানো, কিংবা ৩.৫+ GPA পাওয়া শিক্ষার্থীর ফলাফল "0.00" প্রদর্শন করা। এ ধরনের ঘটনা শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পেশাগত জীবনে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে (Rahman, 2025)। "ভৌতিক রেজাল্ট" বলতে বোঝায় পরীক্ষার এমন ফলাফল যা ভুল, ব্যাখ্যাতীত বা শিক্ষার্থীর প্রকৃত পারফরম্যান্সের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি সাধারণত অনুপস্থিত নম্বর, ভুল গ্রেড, অথবা প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশের পর পুনরায় পরিবর্তিত ফলাফলের আকারে দেখা যায় (Rahman, 2025)। ফলে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে পড়ছে এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলের গরমিল নিয়ে বিক্ষোভ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের অভিযোগ ছিল, প্রকাশিত ফলাফলে বড় ধরনের অসঙ্গতি রয়েছে (Prothom Alo, 2021)। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বিভিন্ন বিভাগের অসংখ্য শিক্ষার্থী একই ধরনের সমস্যার শিকার হয়েছে। ফলে বোঝা যায়, সমস্যাটি কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতার সাথে সম্পর্কিত। ফলাফল প্রকাশের এই অনিয়ম ও পরিবর্তনশীলতা কেবল শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে না, বরং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাব্যবস্থার অখণ্ডতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে। যখন প্রকাশিত ফলাফল পুনরায় পরিবর্তিত হয় বা ব্যাখ্যাতীতভাবে ত্রুটি দেখা দেয়, তখন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও ভবিষ্যৎ নিয়োগকর্তারা ঘোষিত ফলাফলের উপর আস্থা রাখতে পারে না। এর ফলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়। এটি কেবল প্রযুক্তিগত ত্রুটি

নয়, বরং একটি পদ্ধতিগত দুর্বলতার প্রতিফলন (The Daily Star, 2018)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশাল ও বিকেন্দ্রীভূত কাঠামো, যা অধিভুক্ত অসংখ্য কলেজের লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পরিচালনা করে। এই ব্যাপকতা স্বাভাবিকভাবেই একটি শক্তিশালী ও কার্যকর মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ তৈরি করে (NU Annual Report, 2020)। শিক্ষার্থীদের পুনঃপুন বিক্ষোভ ও অভিযোগ এই সমস্যার গভীরতা এবং এর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবকে তুলে ধরে। "ভৌতিক রেজাল্ট"-এর ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, এটি কেবল সচেতনতার অভাব নয়; বরং বাস্তবায়ন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক জটিলতারও ব্যর্থতা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা, আত্মহত্যা, এবং ব্যাপক প্রতিবাদের মতো চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে (Rahman, 2025; Prothom Alo, 2021)।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় "ভৌতিক রেজাল্ট" সমস্যা নিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক আলোচনায় অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও এ বিষয়ে একাডেমিক গবেষণা সীমিত। বিদ্যমান লেখাগুলোতে ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের ধাপভিত্তিক ত্রুটি বিশ্লেষণ করা হয়নি এবং শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা—যেমন মানসিক চাপ, পড়াশোনার আগ্রহ কমে যাওয়া বা পেশাগত ক্ষতি—প্রমাণভিত্তিকভাবে অনুধাবন করা হয়নি। এছাড়া নীতি-ভিত্তিক সমাধান প্রস্তাব ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি জনআস্থা হ্রাস ও ডিগ্রির মান ক্ষুণ্ন হওয়া) সম্পর্কেও গবেষণা অনুপস্থিত।

গবেষণার উদ্দেশ্য

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল ব্যবস্থায় ভৌতিক রেজাল্ট সমস্যার প্রকৃত চিত্র নির্ধারণ।
- ভৌতিক রেজাল্টের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মানসিক ও একাডেমিক জীবনে বিশ্লেষণ করা।
- ভৌতিক রেজাল্টে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক চাপ, হতাশা বা আত্মবিশ্বাস হ্রাসের হার নির্ধারণ করা।
- ফলাফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদনকারী শিক্ষার্থীর শতকরা হার ও আবেদন মঞ্জুরের হার বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি বর্ণনামূলক (Descriptive) গবেষণা নকশা গৃহীত হয়েছে। এই নকশাটি নির্বাচনের পিছনে যুক্তি হলো এটি গবেষককে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি পরিসংখ্যানগত উপস্থাপন করতে সক্ষম করে। এছাড়াও, গবেষণাটিতে মিশ্র-পদ্ধতির (Mixed-Methods Approach) একটি রূপ প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে পরিমাণগত (Quantitative) তথ্যের পাশাপাশি গুণগত (Qualitative) অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের জন্য ক্যাটাগরিক্যাল (Categorical) এবং উন্মুক্ত (Open-ended) প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাজশাহী কলেজের মোট ১০৬ জন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল Google Forms প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে বিতরণ করা হয়েছিল। প্রশ্নাবলীটি পাঁচটি প্রধান বিভাগে সংগঠিত ছিল:

- শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বর্ষ ও অনুষদ।
- ত্রুটির অভিজ্ঞতা ও কারণ: ত্রুটির প্রকার, সংখ্যা এবং সম্ভাব্য কারণ।
- গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া: শিক্ষার্থীর প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ এবং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়া।
- ত্রুটির প্রভাব: একাডেমিক, মানসিক ও পেশাগত প্রভাব।
- ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা ও সমাধানের প্রস্তাব: বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও সুপারিশ।

প্রশ্নাবলীতে বহু-পছন্দ, চেকবক্স, লিকার্ট স্কেল (১-৫) এবং স্বল্প-উত্তরের (Short Answer) মতো বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল যাতে তথ্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা নিশ্চিত হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য একটি কাঠামোবদ্ধ এবং বহু-পর্যায়ে Deep Seek AI এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। প্রথমে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও প্রস্তুতিকরণ (Data Processing and Preparation) করা হয়। তথ্যের গুণমান ও সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে ডেটা (বানানের ভিন্নতা বা অনুরূপ অর্থবোধক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া (যেমন, "I don't know", "Don't remember", "জানা নেই")) শনাক্ত করে সেগুলোকে একক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্যাটাগরিতে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর কোডিং সকল বর্ণনামূলক বা শ্রেণীবদ্ধ তথ্য ত্রুটির কারণ, গৃহীত পদক্ষেপ, প্রস্তাবিত সমাধান ইত্যাদিকে সংখ্যাসূচক কোডে রূপান্তর করা হয়। এটি পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং ফ্রিকোয়েন্সি গণনার সুবিধা জোগায়। পরবর্তীতে লিকার্ট স্কেল (১-৫) এ

সংগ্রহকৃত তথ্য এর বৈধতা নিশ্চিত করা হয় এবং সেগুলোকে ক্রমবাচক ডেটা (Ordinal Data) হিসাবে বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিবরণমূলক পরিসংখ্যান কৌশল প্রয়োগ করা হয়। বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি সারণী আকারে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি সারণী একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা বিষয় (যেমন, ত্রুটির কারণ, প্রভাব) কে উপস্থাপন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি, শতকরা হার এবং প্রাসঙ্গিকভাবে মধ্যমান বা মোড সহ দেখানো হয়েছে।

ফলাফল

সারণী ১

উত্তরদাতার প্রোফাইল ও ত্রুটির হার

বিশ্লেষণ বিষয়	প্রধান ফলাফল (শতকরা)
অপ্রত্যাশিত রেজাল্ট	৭৯% উত্তরদাতা "হ্যাঁ" Report করেছেন।
ত্রুটির মাত্রা (যাদের মনে আছে)	- ১ বিষয় ত্রুটি: ৩২% - ২-৩ বিষয় ত্রুটি: ৪৬% - ৪+ বিষয় ত্রুটি: ৬% - মনে নেই/জানা নেই: ১৬%
ফ্যাকাল্টি ভিত্তিক উত্তরদাতা	- বিজ্ঞান: ৭৪% - মানবিক: ১৭% - বাণিজ্য: ৭% - অন্যান্য/অজানা: ২%

উত্তরদাতাদের ৭৯% জানিয়েছেন যে তারা অপ্রত্যাশিত রেজাল্টের মুখোমুখি হয়েছেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থী (৪৬%) দুই-তিনটি বিষয়ে ত্রুটির সম্মুখীন হয়েছেন। বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ (৭৪%) এই সমস্যা রিপোর্ট করেছেন।

সারণী ২

কারণ, পদক্ষেপ ও প্রাতিষ্ঠানিক সাড়া

বিশ্লেষণ বিষয়	প্রধান ফলাফল (শতকরা)
ত্রুটির প্রধান কারণ	- শিক্ষকের অবহেলা: ৫২% - প্রশাসনিক অসংগঠন: ৪১% - প্রযুক্তিগত ত্রুটি: ১৮% - জানা নেই: ১৪%
গৃহীত পদক্ষেপ	- কিছুই করিনি: ৫১% - পুনঃনিরীক্ষণ আবেদন: ২৯% - কলেজে যোগাযোগ: ৯% - জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ: ৫% - অন্যান্য: ৬%
পুনঃনিরীক্ষণের ফলাফল	- খাতা সংশোধন পেয়েছেন (হ্যাঁ): ১৭% - খাতা সংশোধন পাননি (না): ২০% - আবেদনই করেননি: ৬৩%
কলেজের সহায়তা	- সহায়তা পাননি/আবেদনই করেননি: ৫৯% - আংশিক সহায়তা পেয়েছেন: ২৩% - সক্রিয় সহায়তা পেয়েছেন: ১১% - কলেজ সহযোগিতা করেনি: ৭%

ত্রুটির প্রধান কারণ হিসেবে শিক্ষকের অবহেলা (৫২%) এবং প্রশাসনিক অসংগঠন (৪১%) প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষার্থীদের অর্ধেকের বেশি (৫১%) কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, আর পুনঃনিরীক্ষণ আবেদন করেছে মাত্র ২৯%। কলেজ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা সীমিতভাবে পাওয়া গেছে। ফলস্বরূপ, প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান বা সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে অসন্তুষ্ট, যা সিস্টেম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

সারণী ৩

একাডেমিক, পেশাগত ও মানসিক প্রভাব

বিশ্লেষণ বিষয়	প্রধান ফলাফল (শতকরা)
ত্রুটির প্রভাব	- মানসিক চাপ: ৬৯% - সময়ের অপচয়: ৩১% - পারিবারিক চাপ: ১৬% - ভর্তি/চাকরির সুযোগ হারানো: ১০% - কোনো প্রভাব নেই: ১৭%
একাডেমিক বিলম্ব	- ১-৩ মাস: ২৯% - ৩-৬ মাস: ৭% - ৬ মাসের বেশি: ১০% - প্রযোজ্য নয়/কোন বিলম্ব হয়নি: ৫৪%
মানসিক প্রভাবের মাত্রা	- মধ্যম মান স্কোর ৪ (১-৫ স্কেলে) - স্কোর ৪ বা ৫ Report করেছেন: ৫৮% উত্তরদাতা

ফলাফল ত্রুটির কারণে সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী (৬৯%) মানসিক চাপ অনুভবের কথা উল্লেখ করেছেন, মানসিক প্রভাবের মাত্রা স্কোর ৪ বা ৫-এ রিপোর্ট করেছেন ৫৮% উত্তরদাতা, পাশাপাশি সময়ের অপচয় ও পারিবারিক চাপও উল্লেখযোগ্য। ১-৩ মাস একাডেমিক বিলম্বের উল্লেখ করেছেন (২৯%), যা নির্দেশ করে যে রেজাল্ট ত্রুটি শিক্ষার্থীদের মানসিক ও একাডেমিক জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

সারণী ৪

এনইউ সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা ও প্রস্তাবিত সমাধান

বিশ্লেষণ বিষয়	প্রধান ফলাফল (শতকরা)
রেজাল্ট ত্রুটির সাধারণতা	- খুবই সাধারণ/অনেক সময় হয়: ৫৩% - মাঝে মাঝে হয়: ২৮% - মোটেও হয় না: ১০% - জানা নেই/মনে নেই: ৯%
জাবি-এর সাহায্য	- কোনো সাহায্য পাইনি: ৩২% - চেষ্টাই করিনি: ২৮% - হ্যাঁ, কিন্তু দেরিতে: ২৮% - হ্যাঁ, দ্রুত সাহায্য পেয়েছি: ৫%
অনলাইন পোর্টালের পক্ষে মতামত	- সম্পূর্ণ পক্ষে: ৪৬% - কিছুটা পক্ষে: ১৬% - নিরপেক্ষ: ২৯% - বিপক্ষে: ২%
স্বচ্ছতা মাত্রা (১-৫ স্কেল)	- মধ্যমানা স্কোর ২ - স্কোর ১ বা ২ Report করেছেন: ৫৫% উত্তরদাতা
পছন্দের সমাধান	- পরীক্ষা ও খাতা মূল্যায়নে স্বচ্ছতা: ৪৫% - স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার হালনাগাদ: ২৩% - শিক্ষার্থী অভিযোগ ট্র্যাকিং সিস্টেম: ১৪% - প্রশিক্ষিত ফলাফল কর্মকর্তা বৃদ্ধি: ১১% - অন্যান্য: ৭%

রেজাল্ট ত্রুটি শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ সমস্যা (৫৩%) এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহায়তা অনেক সময় দেরিতে বা অপ্রতুল (৩২%) পাওয়া গেছে। অনলাইন পোর্টালের ব্যবহারকে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী (৪৬%) সহায়ক মনে করেছেন, তবে স্বচ্ছতা মাত্রা ২-এ সীমাবদ্ধ। শিক্ষার্থীরা প্রধান সমাধান হিসেবে পরীক্ষা ও খাতা মূল্যায়নে স্বচ্ছতা (৪৫%) এবং স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার হালনাগাদ (২৩%) প্রাধান্য দিয়েছেন।

আলোচনা

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত রেজাল্টের ঘটনা খুবই সাধারণ, যেখানে ৭৯% শিক্ষার্থী এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষ করে বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি (৭৪%) এই ত্রুটি অভিজ্ঞতা করেছেন। এটি নির্দেশ করে যে শিক্ষার্থীসংখ্যা, বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ফলাফল প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে ত্রুটির মাত্রা ভিন্ন হতে পারে (Hossain & Alam, 2018)।

ত্রুটির মূল কারণ হিসেবে শিক্ষকের অবহেলা (৫২%) এবং প্রশাসনিক অসংগঠন (৪১%) উল্লেখযোগ্য। প্রযুক্তিগত ত্রুটি তুলনামূলকভাবে কম (১৮%), যা নির্দেশ করে যে মানবসম্পর্কিত এবং প্রশাসনিক কারণে ত্রুটি বেশি। শিক্ষার্থীদের অর্ধেকের বেশি (৫১%) কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, যা নির্দেশ করে যে শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বা পুনঃনিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা কম। অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় হলো যে ৬৩% শিক্ষার্থী ফলাফলে ত্রুটি পাওয়া সত্ত্বেও কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি। এই নিষ্ক্রিয়তার কারণ হচ্ছে প্রতিকার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অসচেতনতা, ব্যবস্থার প্রতি গভীর অবিশ্বাস, অথবা ধারণা যে অভিযোগ করা একটি জটিল ও নিরর্থক প্রক্রিয়া (Ullah, 2021)। যে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ বা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছিল, তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ (২০%) কোনো সংশোধন পায়নি, এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সহায়তা ছিল অপর্যাপ্ত (৫৯% শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত সহায়তা পায়নি)। এটি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে একটি জবাবদিহিতার সঙ্কট (Crisis of Accountability) কে তুলে ধরে, যেখানে ত্রুটি সংশোধনের জন্য কোনো কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া নেই। পুনঃনিরীক্ষণ আবেদন করেছেন মাত্র ২৯% এবং অভিযোগ করেছে ৫%, যা প্রমাণ করে যে শিক্ষার্থীরা সমস্যার সমাধান নিয়ে কার্যকরভাবে এগোতে পারছে না (Hossain & Alam, 2018)। এই ফলাফল বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুপরিচিত দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে, যা হল মানবসম্পদ ও প্রশাসনিক কাঠামোতে দক্ষতার ঘাটতি (Hossain & Khan, 2019)। বার্ষিকভাবে বিপুল সংখ্যক খাতা মূল্যায়নের চাপ, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, এবং জবাবদিহিতার অভাব শিক্ষকদের মধ্যে অসতর্কতা এবং প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী হতে পারে (Ahmed, 2020)।

ফলাফল ত্রুটি শিক্ষার্থীদের মানসিক এবং একাডেমিক জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। মানসিক চাপ (৬৯%) এবং সময়ের অপচয় (৩১%) প্রধান প্রভাব। উল্লেখযোগ্য। ১-৩ মাস একাডেমিক বিলম্বের উল্লেখ করেছেন (২৯%)। মানসিক প্রভাবের মাত্রা স্কোর ৪ বা ৫-এ রিপোর্ট করেছেন ৫৮% উত্তরদাতা। এটি নির্দেশ করে যে রেজাল্ট ত্রুটি শুধুমাত্র শিক্ষাগত ক্ষতি নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও পারিবারিক জীবনকেও প্রভাবিত করছে। পূর্বের গবেষণায় দেখা গেছে, একাডেমিক ত্রুটি বা অস্পষ্ট ফলাফলের কারণে শিক্ষার্থীরা উদ্বেগ এবং হতাশার শিকার হতে পারে, যা তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতি ব্যাহত করে (Akter & Barua, 2025)। গবেষণায় দেখায় যে একাডেমিক অনিশ্চয়তা এবং অবিচার শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলে (Pascoe et al., 2020)। এছাড়াও, ১০% শিক্ষার্থীর

জন্য এটি ভর্তি বা চাকরির সুযোগ হারানোর মতো দীর্ঘস্থায়ী ও জীবন-পরিবর্তনকারী consequence বয়ে এনেছে। এটি শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক ত্রুটি নয়, বরং শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের সাথে সরাসরি জড়িত একটি গুরুতর নৈতিক ও সেবাগত ব্যর্থতা।

এনইউ সিস্টেমের সহায়তা অনেক সময় দেরিতে বা অপ্রতুল পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩২% কোনো সাহায্য পাননি এবং ২৮% চেষ্টাই করেননি। অনলাইন পোর্টালের ব্যবহারকে ৪৬% শিক্ষার্থী পক্ষে মনে করেছেন, তবে স্বচ্ছতা মাত্রা কম (মধ্যমানা স্কোর ২)। শিক্ষার্থীরা প্রধান সমাধান হিসেবে পরীক্ষা ও খাতা মূল্যায়নে স্বচ্ছতা (৪৫%) এবং স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার হালনাগাদ (২৩%) প্রাধান্য দিয়েছেন। এটি নির্দেশ করে যে শিক্ষার্থীরা কার্যকর, দ্রুত এবং স্বচ্ছ ফলাফল ব্যবস্থার দাবিদার, যা ফলাফল ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগত দুর্বলতাকে সমাধান করতে সাহায্য করবে (Hossain & Alam, 2018)। এটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের আস্থা ভঙ্গ হয়েছে এবং তারা একটি উন্মুক্ত ও জবাবদেহী ব্যবস্থা চান, যেখানে তারা দেখতে পারবে কীভাবে তাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই দাবি সুশাসন (Good Governance) এবং শিক্ষাগত জবাবদিহিতার (Educational Accountability) মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (UNESCO, 2019)।

সার্বিকভাবে, গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও মানসিক কল্যাণ রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান এবং শিক্ষার্থী অভিযোগ ট্র্যাকিং সিস্টেমের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক নীতি এবং ফলাফল প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে (Akter & Barua, 2025)।

উপসংহার

গবেষণার ফলাফল স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌতিক রেজাল্ট একটি ব্যাপক ও উদ্বেগজনক সমস্যা। জরিপে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই সমস্যার শিকার হয়েছেন এবং অনেকেই একাধিক বিষয়ে ভুল রেজাল্ট পেয়েছেন। শিক্ষার্থীরা প্রধানত প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত ত্রুটিকে এই সমস্যার মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ভৌতিক রেজাল্টের প্রভাব শিক্ষার্থীদের একাডেমিক অগ্রগতি, মানসিক স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত, মানসিক চাপ ও সময় অপচয় ছিল সবচেয়ে সাধারণ প্রভাব, যা অনেক ক্ষেত্রেই ভর্তি বা চাকরির সুযোগ হারানোর কারণ হয়েছে। পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ফলাফল সংশোধিত হয়নি, যা বিদ্যমান ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার অকার্যকারিতা নির্দেশ করে।

সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার হালনাগাদ, অভিযোগ ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু, ড্রাফট রেজাল্ট যাচাইয়ের সুযোগ এবং দ্রুত পুনঃনিরীক্ষণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। গবেষণাটি নীতিনির্ধারক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করে ফলাফল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা মূলত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হওয়ায় কিছু তথ্যের যাচাই সীমিত। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কলেজ ও বিভাগের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত থাকায় পুরো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি। ফলাফলের ভুল বা পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ অফিসিয়াল ডেটার মাধ্যমে পূর্ণরূপে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, মানসিক চাপের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের স্ব-রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করায় ব্যক্তিগত পার্থক্যের কারণে সম্পূর্ণ নির্ভুলতা নিশ্চিত করা যায়নি।

তথ্যসূত্র

Ahmed, S. (2020). *Challenges of higher education administration in Bangladesh*. Dhaka University Press.

Akter, R., & Barua, D. (2025). Academic stress and students' mental health: Insights from private university students in Bangladesh. *Society & Sustainability, 7*(1), 23–31. https://doi.org/10.38157/ss.v7i1.652

Hossain, M. A., & Alam, M. M. (2018). Nature of errors and mistakes in the English writings of graduating students in Bangladesh: A case study. *IIUC Studies, 15*, 11–22. https://doi.org/10.3329/iiucs.v15i0.49341

Hossain, M., & Khan, M. R. (2019). Governance and quality assurance in Bangladeshi universities: A critical review. *Journal of Educational Research in Developing Regions, 4*(2), 45–60.

Pascoe, M. C., Hetrick, S. E., & Parker, A. G. (2020). The impact of stress on students in secondary school and higher education. *International Journal of Adolescence and Youth, 25*(1), 104–112. https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1596823

Prothom Alo. (2021, August 18). *National University students protest result discrepancies*. https://www.prothomalo.com

Rahman, M. (2025). *Errors in result publication and student sufferings under National University*. Academic Press.

The Daily Star. (2018, March 10). *Teachers take salaries but remain absent in classes*. https://www.thedailystar.net

Ullah, M. S. (2021). Student grievance and redressal system in public universities: A study from Bangladesh. *Asian Journal of Education and Social Studies, 15*(4), 1–12. https://doi.org/10.9734/ajess/2021/v15i430394

UNESCO. (2019). *Guidelines for transparency and accountability in education systems*. UNESCO Publishing.

NU Annual Report. (2020). *Annual report of the National University, Bangladesh*. National University Press.